

অগ্নিদামঙ্গলের সূচনাপাঠ

বাংলা, ২য় সেমিস্টার, অনার্স, CC-4

সুমন ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
তেহাট্টা সদানন্দো মাহাবিদ্যালয়

• অন্নদামঙ্গলের পুঁথিঃ

সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের কোনো প্রাচীন নির্ভরযোগ্য পুঁথি পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির লিপিকাল ১৭৭৬-১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়। ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কাব্যটি প্রথম মুদ্রিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ ও ১৮৫৩ সালে এই গ্রন্থের দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণটি আদর্শ ধরে অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের বিবলিওথেক নাসিওনেল দে ফ্রান্স, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই কাব্যের কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

❖ প্রকাশিতঃ

- ▶ ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রাক্ষিত অর্থাৎ প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা বই প্রকাশিত হয়। এর বহু পরে প্রকাশিত হয় ‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে। এটি বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বাঙালি শিল্পীদের আঁকা ৬টি ছবি এই গ্রন্থের সচিত্রকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

অন্নদামঙ্গলের খণ্ড

১। অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য(পাঠ্য)

২। বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল

৩। মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল

❖ নূতন মঙ্গল -

- ▶ ভারতচন্দ্র স্বয়ং *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে "নূতন মঙ্গল" অভিধায় অভিহিত করেছেন। কবি এই কাব্যে প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য ধারার পূর্ব ঐতিহ্য ও আঙ্গিকে অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছু নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গল গ্রামীণ পটভূমি বা পরিবেশে রচিত হয়নি; এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য। ভারতচন্দ্র এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন *কাশীখণ্ড উপপুরাণ*, *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*, *ভাগবত পুরাণ*, *বিহুনের চৌরপঞ্চাশিকা* (চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা), এবং *ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্* ইত্যাদি গ্রন্থ ও লোকপ্রচলিত জনশ্রুতি থেকে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল ছন্দ ও অলংকারের সুদক্ষ প্রয়োগ। *সংস্কৃত ভাষায়* পারঙ্গম ভারতচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও অলংকার সার্থকভাবে এই কাব্যে প্রয়োগ করেন।
- ▶ ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত মঙ্গলকাব্য গুলির থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্য গুলির মত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ভবানন্দ মজুমদারের মাহাত্ম্যও প্রচারিত হয়েছে।
- ▶ সমগ্র কাব্যের মধ্যে প্রথম খণ্ডটিই সর্বোৎকৃষ্ট। ভাষা - ছন্দ- অলঙ্কারের ব্যবহার কৌশলে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের সকল কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সুস্পষ্ট সমাজচিত্র অঙ্কন।

❖ কাব্য সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- “রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য”।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- “অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম। ... মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে মহারাজের নিজ কীর্তি এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের রাজ্য ও রাজা উপাধি লাভের কাহিনী বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। দেবী অন্নদা (অন্নপূর্ণা) কীভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করিলেন, এবং ভবানন্দ কীভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা অন্নপূর্ণা পূজা করাইয়া রাজস্ব ও রাজা খেতাব লাভ করিলেন – ইহার বর্ণনাই ছিল কবির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু কবি পৌরাণিক অংশ বিশেষ ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন”।